(২) প্রাচীন গ্রিসের 'পলিস' বা নগর রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। (10)

বাংলা নগর-রাষ্ট্র বা ইংরেজি 'city-state' শব্দের গ্রিক প্রতিশব্দ হল পলিস, যার অর্থ হল 'স্বশাসিত রাষ্ট্র'। প্রাচীনকালে গ্রিস, এশিয়া মাইনর, ইজিয়ান সাগরের দ্বীপসমূহ প্রভৃতি অঞ্চলে জনসংখ্যায় ও আয়তনে ক্ষুদ্র অসংখ্য নগররাষ্ট্র বা পলিসের অস্তিত্ব ছিল। এই নগররাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন গ্রিসের পলিস বা নগর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

(i) আয়তন :-

প্রাচীন গ্রিক পলিসগুলির আয়তন কতটা ক্ষুদ্র ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে বিভিন্ন পলিসের আয়তন সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। বাণিজ্য নগরী করিন্থ এর আয়তন ছিল 330 বর্গমাইল। কিয়স এর মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ 4 টি পলিসে বিভক্ত ছিল। স্পার্টার আয়তন ছিল 3200 বর্গমাইল। এথেন্সের আয়তন ছিল 1060 বর্গমাইল। কয়েকটি পলিস আয়তনে বড়ো হলেও অধিকাংশ পলিসই ক্ষুদ্র ছিল।

(ii) জনসংখ্যা :-

গ্রিক পলিসগুলি লোকসংখ্যায় ক্ষুদ্র হত। 'Republic' গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন যে, একটি আদর্শ পলিসের লোকসংখ্যা হওয়া উচিত 5000। আবার অ্যারিস্টটল অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পলিসের বিরোধী ছিলেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, 10 জন নাগরিক নিয়ে গঠিত পলিস যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তেমনি 1 লক্ষ নাগরিক নিয়ে গঠিত পলিস সুদক্ষ শাসন পরিচালনা করতে পারবেনা। কিট্টো বলেছেন যে, পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শুরুতে (431 খ্রিঃ পূঃ) অ্যাটিকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় 3,50,000। ইতিহাসবিদ ফিনলে বলেছেন যে 431 খ্রিঃ পূঃ নাগাদ এথেন্সের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 2,50,000 থেকে 2,75,000। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ পলিসের জনসংখ্যার বেশিরভাগটাই ছিল অনাগরিক।

(iii) জাতীয় চেতনার অস্তিত্বহীনতা :-

অ্যারিস্টটল 158 টি পলিসের কথা বলেছেন। এই ছোটোছোটো পলিসগুলির নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব ছিল। ভৌগোলিক দিক থেকেও তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে কোনোরূপ ঐক্য ছিলনা। ফলে গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়না।

(iv) বৈচিত্র্য :-

প্রাচীন গ্রিসে অসংখ্য ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে এগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য দেখা যায়। জনসংখ্যার দিক থেকেও অধিকাংশ গ্রীক নগররাষ্ট্রে পূর্ণবয়স্ক বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ছিল 2000 থেকে 10,000 জন। এ থেকে বলা যায় বৃহৎ রাষ্ট্র গ্রীকরা পছন্দ করতনা। অ্যারিস্টটল বলেছেন - প্রত্যেক পলিসে সমস্ত জনগনের একে অপরের মধ্যে পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। আবার প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 5000 হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে এর মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিপূর্ন বিকাশ ঘটবে।

(v) রাজার অনুপস্থিতি :-

অধিকাংশ পলিসেই রাজতন্ত্র অনুপস্থিত ছিল। পলিসগুলি অভিজাততান্ত্রিক, গনতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হত। অবশ্য স্পার্টার মতো দু-একটি রাষ্ট্র ছিল এর ব্যতিক্রম। স্পার্টায় রাজার অস্তিত্ব থাকলেও সেখানে রাজা স্বতন্ত্র শাসন পরিচালনার পরিবর্তে সেনাপতি ও পুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন। সেখানে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র থাকলেও নির্দিষ্ট অভিজাতদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে গিয়েছিল।

(vi) নাগরিক ও বিদেশিদের অবস্থান :-

প্রতিটি পলিসে নাগরিক ছাড়াও বহু বিদেশী বসবাস করত, তাদের নাগরিক অধিকার ছিলনা, তবে সেখানে বসবাসের বিষয়ে তারা সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। এথেন্সের শাসক পেরিক্লিস বলেছেন যে, " আমরা বিদেশিদের কোনো শিক্ষা বা দৃশ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখিনা "।

(vii) প্রশাসনে জনগনের অংশগ্রহন :-

গ্রিক পলিসগুলিতে নাগরিকেরা শাসন পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নিতে পারত। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Politics' গ্রন্থে বলেছেন যে, পলিসের আয়তন এমন ক্ষুদ্র হওয়া উচিত যাতে সেখানকার প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে। উল্লেখ্য, একমাত্র নাগরিকরাই পলিসের প্রশাসনের কাজে অংশ নিতে পারত, বিদেশী, ক্রীতদাস ও মহিলারা নয়।

(viii) স্বাতন্ত্র্য :-

গ্রিসের প্রতিটি পলিস একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। প্রতিটি পলিসের নিজস্ব সরকার, সেনাবাহিনী, ক্যালেন্ডার প্রভৃতি থাকত। এমনকি পলিসগুলির পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা এবং মানচিত্র ছিল বলেও অনুমান করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিসগুলির পূজাপদ্ধতিও পৃথক হত।

(IX) গ্রামকেন্দ্রীকতা :-

গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির একটা বৃহৎ অংশ গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। গ্রাম্যজীবন ধারা নগর রাষ্ট্রগুলিকে স্পর্শ করেছিল। মূলত কৃষিই ছিল গ্রিকদের প্রধান জীবিকা। অ্যারিস্টটলের বর্ণনায় গ্রিসের গ্রাম্য অলংকার চারণক্ষেত্র, পশুচারণ, আঙুর ও জলপাই গাছের বাগান প্রভৃতির কথা জানা যায়।

(X) নগর ও গ্রামের সমন্বয় :-

গ্রিক নগর রাষ্ট্র বলতে শুধু রাষ্ট্র জুড়ে নগরের অবস্থান বা নগর কর্তৃক গ্রাম শাসনকে বোঝায় না। প্রাচীন গ্রিসে যেমন এথেন্সের মতো উন্নত নগর রাষ্ট্র ছিল তেমনি অনেক নগর রাষ্ট্র ছিল, যা আদৌ নগর ছিল না। যেমন, স্পার্টার মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত। আবার অনেক রাষ্ট্রে নগর ও গ্রাম উভয়েরই অস্তিত্ব ছিল। তবে নগর জীবনের প্রতি গ্রিকদের একটি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। পলিসের মধ্যে বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষের বসবাস ছিল।

(XI) অর্থনৈতিক বৈষম্য :-

প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। ~~[illegible]~~ যেমন, একদিকে করিন্থ ও মিলেটাসের মানুষ শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত, অন্যদিকে মেগালোপলিস ও আরকাডিয়ার মানুষ কৃষি, যুদ্ধকর ও মন্দিরের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া একই পলিসে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য ধনী ও দরিদ্রের বিরোধ কখনো কখনো ~~[illegible]~~ সংঘর্ষের রূপ নিত।

(XII) ধর্ম :-

পলিসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর ধর্ম। প্রতিটি পলিসের নির্দিষ্ট একজন প্রধান আরাধ্য দেবতা থাকতেন, এছাড়া বিভিন্ন উপদেবতা, বীর ও নায়কও দেবতুল্য জ্ঞানে পূজিত হতেন। পলিসের এই প্রধান আরাধ্য দেবতার ধারণা গ্রিক জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, পলিস হল একটি ক্ষুদ্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর্থ-রাজনৈতিক-ভৌগোলিক একক, যার সঙ্গে রাষ্ট্র অভিন্ন নয়। এক কথায় বলা যায় পলিস হল ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ জীবনধারণ-ঐক্যবোধে জাগ্রত সচেতন মানুষের সমন্বয়।